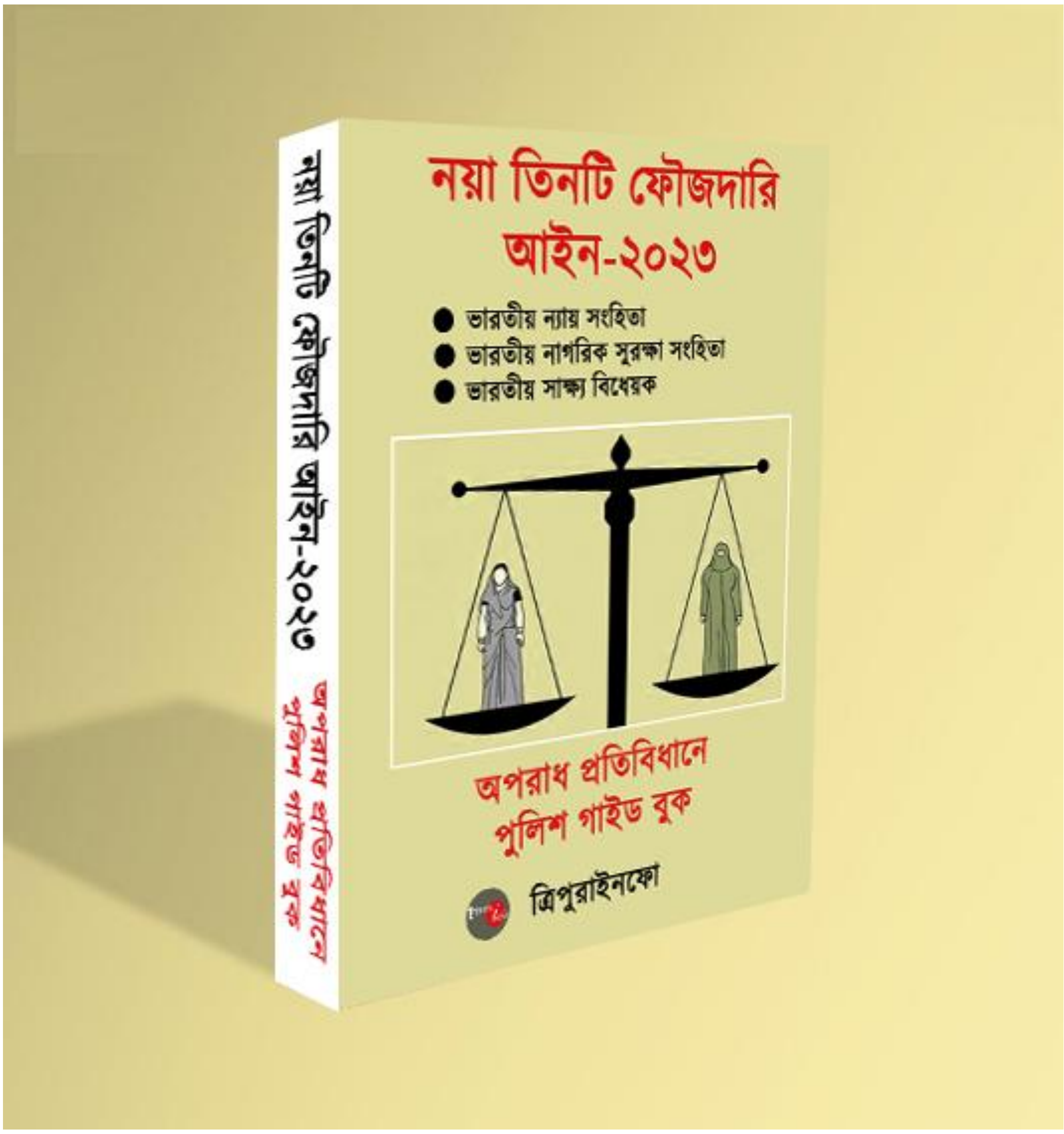

বইটি সম্পর্কে

'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা', ‘ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ‘ভারতীয় সাক্ষ্য আইন’ ১ জুলাই ২০২৪ থেকে দেশ জুড়ে কার্যকর হয়েছে। সেই সঙ্গে কার্যত বাতিল হয়ে গেছে ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় দণ্ডবিধি (ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা আইপিসি), কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর (সিআরপিসি) এবং ১৮৫৭ সালের ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট। নতুন তিনটি আইনেই ইলেকট্রনিক্স ও ডিজিটাল রেকর্ড, ই-মেইল, সার্ভার লগস, কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ, এসএমএস, ওয়েবসাইট, অবস্থানগত প্রমাণ (লোকেশান ট্র্যাক) কম্পিউটার ডিভাইসে প্রাপ্ত বার্তাকে মামলার নথি হিসাবে ধরা হয়েছে। নয়া আইনে এফআইআর থেকে কেস ডায়েরি, কেস ডায়েরি থেকে চার্জশিট এবং চার্জশিট থেকে রায় প্রদান পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। তল্লাশি ও কোন কিছু বাজেয়াপ্ত করার সময় ভিডিওগ্রাফি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যা মামলার অংশ হবে এবং এই ধরনের রেকর্ডিং ছাড়া পুলিশের কোনও চার্জশিট বৈধ বলে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ, তথ্য প্রযুক্তির ভরপুর ব্যবহার রয়েছে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা', ‘ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ‘ভারতীয় সাক্ষ্য আইন’-এর বিচার প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে নয়া আইনে যেকোন অপরাধ মামলার পুলিশী তদন্তের ক্ষেত্রে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, নয়া তিনটি ফৌজদারি আইন রচনা করা হয়েছে ইংরেজী ভাষায়। এবং এবিষয়ে পুলিশ ও আদালত কর্মীদের সবার প্রশিক্ষনও হচ্ছে ইংরেজী ভাষাতে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষী নীচু স্তরের অনেক পুলিশ ও আদালত কর্মীদের কাছে নয়া আইনের অনেক কিছু দুর্বোধ্য ঠেকছে। দেশের প্রতিটি রাজ্যেই নয়া তিনটি আইন নিয়ে ভাষাগত এই সমস্যা রয়েছে। ইতিমধ্যেই অঞ্চল বেধে স্থানীয় ভাষা-ভাষী মানুষের সুবিধার্থে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতে তিনটি আইনের সার সংক্ষেপ বা সংকলন প্রকাশিত হয়ে গেছে। কিন্তু স্থানীয় বাংলা ও ককবরক ভাষায় এখনো এই তিনটি আইনের তেমন কোন সংকলন ত্রিপুরাতে কেউ প্রকাশ করেনি। অন্তত ত্রিপুরার বাজারে এমন কোন পুস্তক আমার চোখে পড়েনি। তাই ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের বাংলাভাষী অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সার্বিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মাথায় রেখে ত্রিপুরাইনফো ডটকম-এর তরফে নয়া তিনটি আইনের সব গুলিকে একত্রিত করে বিশ্লেষণ সহ বাংলা ভাষায় একটি বই প্রকাশের উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে ককবরক ভাষাতেও অনুরূপ প্রকাশনা দেখতে পাব।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নয়া তিনটি আইনের খুঁটিনাটি বিষয় গুলোর বিশ্লেষণ সহ নতুন প্রকাশনাটির মাধ্যমে রাজ্যের সর্ব স্তরের মানুষ বিশেষ করে পুলিশ, আইনজীবী, আইনের ছাত্র, প্রতিটি থানার আরক্ষা ও কারা কর্মী, রাজ্য প্রশাসন থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনের সবাই উপকৃত হবেন। এমন একটি সময়োপযোগী প্রকাশনার জন্য আমি ত্রিপুরাইনফো ডটকম-এর এই প্রকাশনার সাথে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে,
সিনিয়র অ্যাডভোকেট,
অ্যাডভোকেট জেনারেল, ত্রিপুরা

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য বিধেয়ক ২০২৩-এর মূল আইন থেকে নেওয়া সারাংশ রয়েছে এই বইটিতে। পাঠকরা নয়া তিনটি ফৌজদারী আইন সম্পর্কে সহজ ভাবে একটা সম্যক ধারনা যাতে পেয়ে যেতে পারে মূলত এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা বাংলা ভাষায় বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করলাম। আশা রাখছি এতে এই এরাজ্যের বাংলা ভাষী সব অংশের মানুষ উপকৃত হবেন। বিশেষ করে আরক্ষা ও কারা বিভাগের নীচু স্তরের কর্মীদের থেকে শুরু করে পুলিশের এস আই, এ এস আই, টি এস আর, কনস্টেবল এবং বাংলা ভাষী তরুণ আইনজীবী ও আইনের ছাত্রদের জন্য বইটি বিশেষ ভাবে কাজে লাগবে যারা দেশের নতুন তিনটি আইন সম্পর্কে বুঝতে আগ্রহী। তবে বইটিতে প্রকাশিত বিষয়বস্তু/তথ্য সমূহ শুধুমাত্র পাঠক/ব্যবহারকারীর জানার এবং বোঝার জন্য, কোন রকম আইনি পরামর্শদানের বিষয়বস্তু হিসাবে বইটি বিবেচিত হবে না।

শুভেচ্ছা বার্তা

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩ নামে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন ১লা জুলাই, ২০২৪ থেকে দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে। ভারতের সংসদ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ নামে তিনটি ঔপনিবেশিক আইনকে উল্লেখিত তিনটি নতুন প্রগতিশীল এবং আধুনিক আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছে। নতুন আইন গুলির মূল লক্ষ্য দেশের নাগরিকদের দ্রুত বিচার প্রদান করা। এবং আমারও দৃঢ় বিশ্বাস নতুন আইন গুলি দেশের পুলিশ, বিচার বিভাগ ও আদালত পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

নতুন আইনে বেশ কিছু নতুন বিধান রয়েছে, যা আধুনিক সময়ের এবং সমসাময়িক প্রযুক্তির সাথে 'সিঙ্ক্রোনাইজ' করা হয়েছে। যেহেতু নতুন আইনের লক্ষ্য পুলিশিং সহজতর এবং ন্যায়বিচার সহজলভ্য করা, তাই আমাদেরও প্রথম প্রয়াস হচ্ছে রাজ্যের সকল স্তরের পুলিশ এবং কারা আধিকারিকদের কাছে নতুন তিনটি আইনকে ইতিবাচক ভাবে তুলে ধরে সমস্ত আরক্ষা কর্মীদের সচেতন ও প্রশিক্ষিত করা যাতে সমস্ত আরক্ষা কর্মী ও অফিসাররা আত্মবিশ্বাসের সাথে নতুন তিনটি আইন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় এবং নতুন আইন গুলির প্রয়োগের সময় কোথাও যাতে কোন রকম ভুলত্রুটি না ঘটে।

এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, ত্রিপুরা সরকার নতুন আইন গুলি সম্পর্কে পুলিশ এবং কারা কর্মকর্তাদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করছে। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রধান প্রশিক্ষণ ও গবেষণা শাখা, ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপিআরএন্ডডি), পুলিশ/কারা দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের অফিসার কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মডিউল এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম তৈরি করেছে যা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি আরক্ষা বিভাগও আন্তরিক ভাবে অনুসরণ করছে। বিপিআরএন্ডডি-এর এই প্রশিক্ষণ মডিউল গুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ত্রিপুরার স্বনামধন্য প্রকাশনা সংস্থা ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠান একটি বই প্রকাশ করছে জেনে আমি ভীষণ ভাবে আনন্দিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ত্রিপুরার প্রতিটি আরক্ষা কর্মী ও পুলিশ অফিসারদের বইটি ভীষণ ভাবে কাজে আসবে। বিশেষত, ত্রিপুরা পুলিশের প্রতিটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে এই বইটি বিশেষ ভাবে সহায়ক হবে। দেশজুড়ে তিনটি নতুন আইন একসাথে চালুর সাথে সাথে স্থানীয় ভাষায় স্থানীয় পুলিশ/কারা কর্মী, আইন ও বিচার বিভাগ সহ সাধারন মানুষের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মাথায় রেখে এত দ্রুততার সাথে বাংলা ভাষায় এমন একটি বই প্রকাশের জন্য আমি ত্রিপুরাইনফো ডটকম পরিচালন কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রী অমিতাভ রঞ্জন, আইপিএস
পুলিশ মহাপরিচালক, ত্রিপুরা

সূচিপত্র

অধ্যায়- ১
নয়া তিনটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, (ক্রিমিন্যাল আইন)-এক নজরে
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন বাংলায়)

অধ্যায়- ২
'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' (BNS) -২০২৩
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন বাংলায়)

অধ্যায়-৩
ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) -২০২৩
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন বাংলায়)

অধ্যায় -৪
ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA), ২০২৩
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন বাংলায়)

অধ্যায় -৫
পুলিশ কর্মী সহ সবার জন্য অবশ্য জ্ঞাতব্য কিছু বিষয়/পয়েন্ট
(মূল বিষয়বস্তু বাংলায়)

অধ্যায়- ৬
মামলার তদন্তের প্রয়োজনে পুলিশ অফিসারদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়/পয়েন্ট
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন বাংলায়)

অধ্যায়- ৭
এফ আই আর, তদন্ত, ট্রায়াল ও সাঁজা-পুলিশের তদন্ত কাজের প্রবাহ/প্রক্রিয়া
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন বাংলায়)

অধ্যায়- ৮
নতুন ফৌজদারি আইনে প্রাসঙ্গিক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন বাংলায়)

অধ্যায় -৯
তিন নয়া আইনের কিছু উল্লেখযোগ্য সংজোজন/ পরিবর্তন
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন বাংলায়)

মহিলাদের ওপর মানসিক অত্যাচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ
যৌন মিলন /গণধর্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ
সিজার (বাজেয়াপ্ত-পর্ব) ক্যামেরার সাহায্যে রেকর্ড করতে হবে
অপরাধস্থলে ফরেনসিক দলের পরিদর্শন বাধ্যতামূলক

জিরো এফআইআর চালু
যৌন হয়রানির বয়ানের ভিডিও রেকর্ডিং বাধ্যতামূলক
চার্জশিট দাখিলের জন্য ৯০ দিনের সময়সীমা
ভারতের বাইরে প্ররোচনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ
আঘাত করে পালানো (হিট অ্যান্ড রান) শাস্তিযোগ্য অপরাধ
অবহেলামূলক চিকিৎসা শাস্তিযোগ্য অপরাধ
গন প্রহারে মৃত্যু (মব লিঞ্চিং) শাস্তিযোগ্য অপরাধ
সমকামিতা–আত্মহত্যা আর অপরাধ নয়
চুরির জন্য শাস্তি হিসেবে ‘কমিউনিটি সার্ভিস’
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সহ ৬ ধরনের কারাদণ্ড সংজ্ঞায়িত
নয়া আইনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন
প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় শাস্তি
নয়া আইনে পুলিশ ও কারা কর্মীদের ট্রেনিং বাধ্যতামুলক
কিছু প্রশংসনীয় নতুন ধারা সংযোজন
বি এন এস এস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু ধারা
ডাইরেক্টরেট অফ প্রসিকিউশন চালু বাধতামুলক
পুলিশ বা সরকারী কর্মচারীর জন্য কিছু রক্ষাকবচ চালু
বেশ কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি বৃদ্ধি
বেশ কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানা বৃদ্ধি
বেশ কিছু ক্ষেত্রে নতুন আইনে বাধ্যতামূলক ন্যূনতম শাস্তি হবে
পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়াও গ্রেপ্তার করতে পারবে
গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির উকিলের সাথে দেখা করার অধিকার রয়েছে
গ্রেপ্তারের কারণ এবং জামিনের অধিকার সম্পর্কে অবহিত করতে হবে অপরাধীকে
ধর্ষণের শিকার মহিলার ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা বাধ্যতামুলক
যেকোন অভিযোগ গ্রহণ বাধ্যতামূলক
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও সরাসরি অভিযোগ করা যাবে
এফআইআর লিপিবদ্ধ হবে প্রাথমিক তদন্তের তিন দিনের মধ্যে
বিচারকের রায় ঘোষণা শুনানীর ৪৫ দিনের মধ্যে
জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড (জেজেবি) আবশ্যিক
শিশু কল্যান কমিটি আবশ্যিক
ওয়ান স্টপ সেন্টার আবশ্যিক
সাক্ষী সুরক্ষা স্কিম চালু আবশ্যিক
কয়েকটি কমন অপরাধমুলক ঘটনার শাস্তি

অধ্যায় -১০
তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের জন্য ঘটনা ভিত্তিক কিছু তদন্ত প্রক্রিয়া
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন বাংলায়)

অধ্যায় -১১
নয়া আইনে শিশুর সাথে ধর্ষণ (Rape with POCSO) –সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কীভাবে চলবে (মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন ইংরেজীতে)

অধ্যায় -১২
নয়া আইনে যৌতুকের মৃত্যু (Dowry Death) –সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কীভাবে চলবে (মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন ইংরেজীতে)

অধ্যায় -১৩
নয়া আইনে খুন (Murder)-এর মামলার তদন্ত কীভাবে চলবে
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন ইংরেজীতে)

অধ্যায় -১৪
নয়া আইনে গন প্রহারে মৃত্যু/মব লিঙ্কিং (Mob Lynching) –সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কীভাবে চলবে
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন ইংরেজীতে)

অধ্যায় -১৫
নয়া আইনে দুর্ঘটাজনিত মৃত্যু(Accidental Death) –সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কীভাবে চলবে (মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন ইংরেজীতে)

অধ্যায় -১৬
নয়া আইনে হত্যার চেষ্টা (Attempt to Murder)– সংক্রান্ত মামলারতদন্ত কীভাবে চলবে (মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন ইংরেজীতে)

অধ্যায় -১৭
নয়া আইনে বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা স্বেচ্ছায় গুরুতর আঘাত করা (Voluntarily causing Grievous Hurt by dangerous weapon) –সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কীভাবে চলবে
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন ইংরেজীতে)

অধ্যায় -১৮
নয়া আইনে বিষের ব্যবহারে ক্ষতি ঘটানো (Causing Hurt by means of Poison)–সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কীভাবে চলবে
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন ইংরেজীতে)

অধ্যায় -১৯
নয়া আইনে অপহরণ (Kidnapping) –সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কীভাবে চলবে

অধ্যায়- ২০
নয়া আইনে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ(Kidnapping for ransom)–সংক্রান্ত মামলার তদন্ত কীভাবে চলবে
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন ইংরেজীতে)

অধ্যায়- ২১
দাঙ্গা মামলার পুলিশী তদন্ত কিভাবে চলবে

অধ্যায়–২২
ছিনতাই মামলার পুলিশী তদন্ত কিভাবে চলবে

অধ্যায়- ২৩
মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ডাকাতি করার চেষ্টা

অধ্যায়- ২৪
বাড়ী ভাঙ্গার মামলার পুলিশী তদন্ত কিভাবে চলবে

অধ্যায়- ২৫
অস্ত্র আইনে মামলা

অধ্যায়- ২৬
নেশাপন্য সংক্রান্ত এনডিপিএস আইনে মামলা

অধ্যায়- ২৭
কল সেন্টার কেস
The Call Center Case

অধ্যায়- ২৮
ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেস
The Digital Arrest Case

অধ্যায়- ২৯
বিনিয়োগ জালিয়াতির মামলা
The Investment Fraud Case

অধ্যায়- ৩০
অর্থনৈতিক অপরাধ মামলা
Economic Offences Cases

অধ্যায় -৩১
সাইবার ক্রাইম (Cybercrime)সম্পর্কে বিশেষ কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়
(মূল বিষয়বস্তুর বিশ্লেষন বাংলায়)

লেখক পরিচিতি

এই বইটির লেখক জয়ন্ত দেবনাথ একজন সিনিয়র সাংবাদিক ও ত্রিপুরাইনফো ডটকম-এর সম্পাদক ও পরিচালন প্রধান। ১৯৯০ সাল থেকে একজন সাংবাদিক, কলামিস্ট স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মিডিয়া কর্মী। শ্রী দেবনাথ-এর বহুমুখী কর্মজীবনে তিনি একজন একাডেমিক, লেখক, ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ সংবাদদাতা, সম্পাদক/কলামিস্ট ছাড়াও এখন পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ত্রিশটিরও বেশী বই সম্পাদন করেছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তার লেখা একাধিক বই পাঠক মহলে খুবই জনপ্রিয়। ত্রিপুরাতে যখন সব জায়গায় ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলনা, শ্রী দেবনাথ তখন ২০০০ সাল নাগাদ ত্রিপুরার প্রথম নিউজ ওয়েব মিডিয়া www.tripurainfo.com-এর সূচনা করেন, যা ত্রিপুরার প্রতিদিনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ত্রিপুরা ও ত্রিপুরার বাইরের মানুষের কাছে আজ খুবই জনপ্রিয় একটি অনলাইন সংবাদ মাধ্যম।

প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোকাল ধ্বনিতে বিশ্বাসী শ্রী দেবনাথ একজন চিত্তাকর্ষক মিডিয়া পেশাদার, সহ বিভিন্ন সরকারি স্কিম, গাইডলাইন ও নীতিমালার গবেষক ও গঠনমূলক সমালোচক। বাংলা ও ইংরজী ভাষায় একজন পেশাদারী কন্টেন্ট ডেভেলাপার হিসাবেও তার সুনাম আছে।

ত্রিপুরার প্রথম ওয়েব নিউজ মিডিয়া www.tripurainfo.com ও তার কিছু সহযোগী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অল ত্রিপুরা মেগা ক্যুইজের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী, বেকার যুবক যুবতীদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার শ্রী দেবনাথ-এর একাডেমিক বৃত্তের আরও একটি সফল ও শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ যা ত্রিপুরা জুড়ে ক্যুইজ প্রেমীদের কাছে খুবই গর্ব-এর। সত্যনিষ্ঠ মিডিয়া পেশার প্রতি তার নিবেদন এবং আবেগ, তার কাজ এবং কৃতিত্বে স্পষ্ট।

জয়ন্ত দেবনাথ